গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এপ্রিল ২০১৯ মাসের সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৮ এপ্রিল ২০১৯
সময়	:	সকাল ১০:০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিমোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	অনিষ্পন্ন বিষয়	উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৩ শাখা সংশ্লিষ্ট ৯টি এবং আইন শাখা সংশ্লিষ্ট ৩টিসহ মোট ১২টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের ৫টি বিষয়াদি অনিষ্পন্ন রয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পেন্ডিং বিষয়াদির বেশির ভাগই অভিযোগ তদন্ত সংক্রান্ত। এ বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে রাজশাহী সভায় জানান যে, পশ্চিমাঞ্চল সংশ্লিষ্ট যে সকল অনিষ্পন্ন বিষয়াদি রয়েছে তার অগ্রগতি রিপোর্ট আগামী ৭দিনের মধ্যে মহাপরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি আগামী ১৫দিনের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়াদি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন। অনিষ্পন্ন বিষয়াদি মাসিক সমন্বয়সভায় ফলপ্রসুভাবে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির সুযোগ তৈরি হয়। তিনি আরও বলেন যে, প্রকল্প সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদিও এ সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি অনিষ্পন্ন বিষয়াদির নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখার জন্যও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়াদি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়াদি নিষ্পত্তি করতে হবে; (খ) অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে; এবং (গ) প্রল্পক সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদিও সমন্বয়সভায় আলোচনা করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.২	অডিট আপত্তি	অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে মার্চ ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত ১০টি ব্রডশীট জবাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত এবং অনিষ্পন্ন ৫৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৪২টি আপত্তি বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পেন্ডিং রয়েছে। মার্চ ২০১৯ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি, দাবী ও নিষ্পত্তির সংখ্যা নিম্নরূপ তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়:	(ক) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিত আয়োজন অব্যাহত রাখত হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত আপত্তির সংখ্যা/প্রমাপের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (গ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ধরণ	মার্চ/১৯ মাস পর্যন্ত জের	মার্চ/১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	মোট আপত্তি	মার্চ/ ১৯ মাসে অডিট নিষ্পত্তি	মার্চ/১৯ মাস পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি
সাধারণ	১৬,১৪৯	৯	১৬,১৫৮	১৭	১৬,১৪১
অগ্রিম	১৩৭৪	-	১৩৭৪	-	১৩৭৪
খসড়া	৫৬৮	-	৫৬৮	-	৫৬৮
মোট	১৮,০৯১	৯	১৮,১০০	১৭	১৮,০৮৩

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		সভা অবহিত হয় যে, মার্চ ২০১৯ মাসে পূর্বাঞ্চলে ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা ও ১১টি দ্বি-পক্ষীয় সভায় মোট ৮১টি অডিট আপত্তি আলোচিত হয়, যার মধ্যে ১৭টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের কোন দ্বি-পক্ষীয় সভার অনস্থানের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম) সভায় জানান যে, তার কার্যালয়ে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম) পদে কোন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়নি বিধায় দ্বিপক্ষীয় সভা করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম)-এর শুন্যপদে পদায়ন না করা পর্যন্ত একজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়ে দ্বিপক্ষীয় সভা করার নির্দেশনা দেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় জানান যে, অডিট আপত্তির জবাব চাহিদা মাফিক পাওয়া যায় না। পিএ কমিটিতে আলোচিত/গৃহিত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যার প্রকৃত তথ্য আরও বেশী হবে মর্মে তিনি সভায় জানান। এছাড়া, ৮টি সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিস্পত্তির জন্য চাহিত জবাব সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে এখনও পাওয়া যায়নি। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অডিট আপত্তি নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের অনুরূপ রেলওয়েতে একটি আলাদা অডিট সেল খোলা প্রয়োজন। তিনি স্ব-স্ব দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণকে অডিট আপত্তিগুলোর নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহবানের নির্দেশনা দেন। পিএ কমিটি'তে আলোচনার জন্য অপেক্ষায় থাকা অডিট আপত্তিগুলোর জবাব জরুরিভিত্তিতে প্রেরণ; প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে নিস্পত্তির জন্য নির্ধারিত আপত্তির সংখ্যা/প্রমাপের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিস্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	আলোচনাযোগ্য অডিট আপত্তিগুলোর জবাব যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (ঘ) রেলওয়ের ৮টি সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিস্পত্তির জন্য চাহিত জবাব পুনরায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; (ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারি অডিট আপত্তি নিস্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (চ) আগামী সভায় রেলওয়ের অডিট বিভাগের প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাতে হবে; (ছ) মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; এবং (জ) অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম)-এর শুন্যপদে পদায়ন না করা পর্যন্ত একজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিতে হবে।	
৩.৩	ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান, রেলভবনের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে তিন দফা প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং সকল শাখায় আংশিকভাবে ই-নথির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মার্চ ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়েতে উপস্থাপিত মোট ১৫৬৭টি ডাকের মধ্যে ই-নথিতে মাত্র ১৩টি ডাক উপস্থাপনপূর্বক নিষ্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, মোট কার্যক্রমের ০৯.২৯% ই-নথির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। রেলওয়ের দুই অঞ্চলের মহাব্যস্থাপকসহ অন্যান্য কার্যালয়সমূহকে ই-ফাইলিং-এর আওতায় আনার জন্য ই-ফাইলিং বাস্তবায়নকারি A2I প্রকল্পের সাথে কয়েক দফা যোগাযোগ করা হয়েছে। সভাপতি ই-ফাইলিং কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দেন। ই-নথিতে পত্র উপস্থাপনে রেলওয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সদ্বিচ্ছার অভার রয়েছে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। আগামী সমন্বয়সভার পূর্বে রেলওয়ের ই-নথি কার্যক্রম ৪০% অর্জনের জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। একাজে সক্রিয় সহায়তা প্রদানের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আইটি সেলের কর্মকর্তাদেরকেও তিনি নির্দেশনা দেন।	(ক) রেলভবনসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালু করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে; (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালুর নিমিত্ত সহায়তা প্রদানের জন্য A2I প্রকল্প পরিচালক-কে অনুরোধ জানাতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৪	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	সভায় মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়:	(ক) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	মার্চ ১৯ মাসের জের	মার্চ ১৯ মাসে প্রাপ্ত	মোট মামলা	মার্চ ১৯ মাসে নিষ্পত্তি	বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা	মন্তব্য
বাংলাদেশ	২৭৫	৩১	৩০৬	২৪	২৮২	২৮২টি

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>রেলওয়ে</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>মামলার মধ্যে ৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৮৪টি মামলা।</td></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>৪৬</td><td>-</td><td>৪৬</td><td>-</td><td>৪৬</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৪৬টি মামলা।</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, পেন্ডিং বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
সভাপতি বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলসহ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেন।
</td><td>(খ) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ</td><td>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বর্তমান শূন্য পদগুলোর মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা ৭০৮৭টি। তন্মধ্যে ৪৫৫৯টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৪৩৭৮টি পদ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পুরণযোগ্য। প্রতিবেদনাধীন মাসে ৩য় শ্রেণির ১৩৩জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২৬৮জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, বিসিএস রেলওয়ে: ক্যাডার প্রবেশ পদ ২১টি শূন্য আছে এবং ৩৮তম হতে ৪১তম বিসিএস পরীক্ষায় চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে ২৯জনের। নন-ক্যাডার (ডাক্তার) গত ২৯-০১-২০১৯ তারিখে ৩৭তম বিসিএস থেকে ১২ জনের চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নন-ক্যাডার (আরএনবি) প্রবেশ পদে কোন শূন্য পদ নেই। অন্যদিকে বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহাকারী প্রকৌশলীর (বিভিন্ন ট্রেডের) ১৮৮টি ও ৪৫টির চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পিএসসির সুপারিশের প্রেক্ষিতে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল ড্রইং) পদে ২ জন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ওয়ে) পদে ২৪ জন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এস্টিমেটর) পদে ৭জন মোট ৩৩জন যোগদান করেছেন। মার্চ ২০১৯ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th rowspan="2">শ্রেনি</th><th rowspan="2">মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা</th><th rowspan="2">কর্মরত পদ সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট শূন্য পদ সংখ্যা</th><th rowspan="2">প্রবেশ পদে শূন্য পদ সংখ্যা</th><th colspan="2">শূন্য প্রবেশ পদ নিয়োগ</th></tr>
<tr><th>সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে সংখ্যা</th><th>পদোন্নতির মাধ্যমে সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৩৮৬</td><td>১৭৭</td><td>১৪৩</td><td>১০০</td><td>৪৩</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৮৬৮</td><td>৭১৯</td><td>৫৮৯</td><td>৪০২</td><td>১৮৭</td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২৩৭০</td><td>৯২৮০</td><td>৫৫৬৪</td><td>১৭২৭</td><td>৩৮৩৭</td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১১৩৪৭</td><td>৫১২৮</td><td>৫০৯৮</td><td>৫০১০</td><td>৮৮</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৪৯৭১</td><td>১৫৩০৪</td><td>১১৩৯৪</td><td>৭২৩৯</td><td>৪১৫৫</td></tr>
</table>
উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, A2I প্রণীত কাঠামো অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগের পাশাপাশি বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থা ও তাদের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোরও নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়ের শুধুমাত্র প্রধান কার্যালয়ের ওয়েবসাইট রয়েছে। অন্যান্য অফিসের ন্যায় রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় ও তার আওতাধীন দপ্তরগুলোর জন্যও নিজস্ব ওয়েবপোর্টাল তৈরি করা যেতে পারে।
সভাপতি রেলওয়ের নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেন। এছাড়া, রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় ও তার আওতাধীন দপ্তরগুলোর জন্যও নিজস্ব ওয়েবপোর্টাল তৈরি করার নির্দেশনা দেন।
</td><td>(ক) রেলওয়ের শূন্যপদে নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল নিয়োগ বিধি পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে;
(গ) APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং
(ঘ) রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় ও তাদের আওতাধীন দপ্তরগুলোর জন্যও নিজস্ব ওয়েবপোর্টাল A2I-এর সহায়তায় তৈরি করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল</td><td>(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক মার্চ ২০১৯ মাসে মোট ০৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে এবং ১৩৩টি মামলায় ১২,২০০/- টাকা অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে; তবে, কোন</td><td>(ক) আগামী ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। বিজ্ঞ নির্বাহী</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	কোর্ট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা, পরিদর্শন ইত্যাদি)	আসামীকে কারাদন্ড দেয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, মোবাইল কোর্ট পরিচালনারযোগ্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর কোন তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় না। তিনি মাঠ প্রশাসনে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানানোর প্রস্তাব করেন। সভাপতি বলেন যে, আগামী ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে যাত্রীদের সুষ্ঠু ও নিরাপদে ট্রেন ভ্রমণ নিশ্চিতের স্বার্থে বেশি বেশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেসীতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানানোর নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেন।	এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; (খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসীতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানাতে হবে ; এবং (গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(খ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করেন। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরের ফ্লোর, সিট কভার, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। মার্চ/২০১৯ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৬৯১টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৩০৩টি সর্বমোট ৯৯৪টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এছাড়া, এসএসএই/টিক্সআরগণকে আন্ত:নগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ এবং সম্মানিত যাত্রীসাধারণ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভা অবহিত হয় যে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সঠিকভাবে তদারকি করার জন্য স্টেশন মাস্টারদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, পশ্চিমাঞ্চলের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও যাত্রী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রেনের ভিতরে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, চট্টগ্রামের পুরাতন রেলস্টেশন মেডিকেল বিভাগ এবং নতুন রেলস্টেশন ট্রাফিক বিভাগ-এর সুপাইপারকে দিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের সফরকালে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখার নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও তা অপরিস্কার থাকায় উক্ত দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণে অবহেলার জন্য বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (ডিসিও), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর বিরুদ্ধে ৭দিনের মধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, রেল স্টেশন ও ট্রেনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তিনি আরও বলেন যে, সুইপাইরদের কার্যক্রম তদারকি করতে হবে; স্টেশনে নিয়োজিত সুইপারদের ডিউটি রোস্টার তৈরি করতে হবে এবং তাদের নামসহ ডিউটি রোস্টার পরবর্তী ৭দিনের মধ্যে প্রতিটি স্টেশনে একটি বড় ডিসপ্লে বোর্ডে সুবিধাজনক স্থানে টাঙিয়ে প্রদর্শন করতে হবে। এছাড়া, পরিস্কার-	(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে; (গ) বড় বড় স্টেশনগুলোতে কর্মরত সুইপারদের ডিউটি রোস্টার তৈরি করে দিতে হবে এবং তাদের নামসহ উক্ত ডিউটি রোস্টার পরবর্তী ৭দিনের মধ্যে বড় ডিসপ্লে বোর্ডে লিখে ও টাঙিয়ে প্রদর্শন করতে হবে; এবং (ঘ) চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণে অবহেলার জন্য বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (ডিসিও), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর বিরুদ্ধে ৭দিনের মধ্যে শাস্তিমূলক	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ৫। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী। ৬। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>পরিচ্ছন্নতার কাজ করে তার একটি প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। এছাড়া, সুইপারদের কাজ ভালোভাবে তদারকি করা এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করাসহ ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা রক্ষায় সার্বক্ষণিক নজরদারী অব্যাহত রয়েছে। তিনি সময়নুবির্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনা তুলনামূলক চিত্র তুল ধরে বলেনযে, মার্চ পর্যন্ত গড় সময়ানুবর্তিতার হার ৮৯%।
সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার নির্দেশনা দেন । তিনি সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনার তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনার জন্য চলতি বছরের বিবেচ্য মাসসহ ২মাসের সাথে গত বছরের অনুরুপ ২মাসের সময়ানুবর্তিতার হারের একটি ছক প্রস্তুত করে সভায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেন।</td><td>(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে; এবং
(খ) চলতি বছরের বিবেচ্য ২মাসের সাথে গত বছরের অনুরুপ ২মাসে ট্রেন পরিচালনায় সময়ানুবর্তিতার তুলনামূলক চিত্র ছকে উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ঘ) পরিদর্শন: সভাপতি বলেন, রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;</td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা</td><td>রেলওয়ে পুলিশ হতে জানানো হয়েছে, চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ প্রতিরোধে স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তি, মসজিদের ইমাম, জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটি পুলিশিং-এর মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন অব্যাহত আছে। এছাড়া, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ রোধকল্পে অভিযান অব্যাহত আছে। রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত মার্চ ২০১৯ মাসে পরিচালিত নিম্নোক্ত কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>মাস</th><th>মোবাইল কোর্ট</th><th>পুলিশ অভিযান</th><th>যাত্রী গ্রেফতার</th><th>বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড</th><th>বিচারাধীন</th><th>জরিমানা আরোপ</th><th>মোট জরিমানার পরিমাণ</th><th>উদ্ধারকৃত মালামাল এর মূল্য</th></tr>
<tr><td>ফেব্রু ১৯</td><td>২০টি</td><td>২৪৩৬টি</td><td>৩৭৬৪ জন</td><td>১ জন</td><td>২২৪ জন</td><td>৩৫২৫ জন</td><td>৬৮৫</td><td>৩৩৫৬</td></tr>
<tr><td>মার্চ ১৯</td><td>১২টি</td><td>২৫৬৪টি</td><td>৬১৩৭ জন</td><td>৭ জন</td><td>৫৬৭ জন</td><td>৫৫৪৮ জন</td><td>৮৮৫</td><td>৩০১৯</td></tr>
</table>
চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম) হতে প্রাপ্ত ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ কার্যক্রমের মার্চ ২০১৯ মাসে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>অভিযান</th><th>জরিমানাকৃত যাত্রী সংখ্যা</th><th>আদায়কৃত টাকা</th></tr>
<tr><td>আরএনবি (পূর্ব)</td><td>৫৫১ টি</td><td>১৩৮৭</td><td>১,৯৫,৭৫৫/-</td></tr>
<tr><td>আরএনবি (পশ্চিম)</td><td>৩১৩</td><td>৫০০৪</td><td>৪,০৪,৩৪৬/-</td></tr>
</table>
অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শন, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, আগামী ঈদকে সামনে রেখে রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে এবং এ লক্ষ্যে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, মার্চ ২০১৯ মাসে এ্যাটেন্ডেন্ট শামিম-এর নিকট থেকে ৭টি, সিএনএস-এ কর্মরত নুর-এর নিকট থেকে ১০টি এবং বাহাদুর নামে এক টিকেট কালোবাজারীর নিকট থেকে ২২টি টিকেট জব্দ করা হয়েছে।
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকা কমলাপুর, ঢাকা বিমানবন্দর ও চট্টগ্রাম স্টেশনে বিনা টিকেটের</td><td>(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাঁদে ওঠা বন্ধ এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
(খ) তেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত লোকোমাস্টারদের বিরুদ্ধে গৃহিত ব্যবস্থাসহ তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) আগামী ঈদে যাত্রীদের চাপ মোকাবেলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে;
(ঘ) ঢাকা কমলাপুর, ঢাকা বিমানবন্দর ও চট্টগ্রামসহ গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ ফেন্সিং করতে হবে; এবং</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>যাত্রী প্রবেশ রোধ করার জন্য বিদ্যমান পকেট গেটসমূহ বন্ধ করা হবে।
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টকস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, তেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত এলএম ও এএলএমদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে এবং তেল চুরির বিষয়ে গঠিত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
সভাপতি বলেন যে, আগামী ঈদে যাত্রীদের চাপ মোকাবেলার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, চলন্ত ট্রেন থামিয়ে তেল চুরি করা বন্ধ করতে হবে এবং তেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত লোকোমাস্টারদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাসহ তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি রেল স্টেশনে যেন অবৈধ যাত্রীরা ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধ ও ফেন্সিং করার নির্দেশনা দেন।</td><td>(ঙ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইজারাদারকে নির্দেশনা দিতে হবে এবং এর ব্যর্থতায় তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>রেলওয়ের রাজস্ব আয়-ব্যয়</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব অর্জনের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের মার্চ ২০১৯ মাসের খাতভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) রাজস্ব অর্জনের নিম্নরূপ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>খাত</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী)</th><th>ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে অর্জন</th><th>শতকরা হার (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>শতকরা হার (এপিএ অনুযায়ী)</th></tr>
<tr><td>যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)</td><td>-</td><td>৬৬৬৬</td><td>৭১৮৯</td><td>-</td><td>১০৭%</td></tr>
<tr><td>যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৮৪২৫</td><td>৭০৮৩</td><td>৮০৪০</td><td>৯৫%</td><td>১১৪%</td></tr>
<tr><td>মালামাল/ পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>২০০০</td><td>২৩৭৬</td><td>৫৭%</td><td>১১৮%</td></tr>
<tr><td>বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>১৭০৮</td><td>৮৫৪</td><td>২০%</td><td>৫০%</td></tr>
<tr><td>মোট আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>১৬৭৫৮</td><td>১০৭৯১</td><td>১১২৭০</td><td>৬৭%</td><td>১০৪%</td></tr>
</table>
সভাপতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাসহ বিবিধ আয় যথাযথভাবে অর্জন করার নিমিত্ত সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি খাতভিত্তিক ব্যয় বিবরণীও সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে;
(খ) রাজস্ব আদায়ের টার্গেট-কে মাসের পাশাপাশি মৌসুমভিত্তিক করার বিষয়টি পরীক্ষা করতে হবে; এবং
(গ) রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি প্রতিমাসে খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিবরণীও সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;</td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের নিম্নরূপ তথ্যাদি উপস্থাপন করেনঃ
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>মোট জমি পরিমাণ (একর)</th><th>মার্চ ১৯ মাস পর্যন্ত অবৈধ দখলে (একর)</th><th>মার্চ ১৯ মাসে উদ্ধার (একর)</th><th>মার্চ ১৯ মাস শেষে অবৈধ দখলে (একর)</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৫৩৮.১২৮</td><td>৮.১৫</td><td>৫২৯.৯৭৮</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>২৩৩১.২৬৪৯</td><td>১৩.৯৭</td><td>২৩১৮.২৯৪৯</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>২৮৬৯.৩৯২৯</td><td>২২.১২</td><td>২৮৪৮.২৭২৯</td></tr>
</table>
যুগ্মসচিব (ভূমি ও আইন) সভায় জানান যে, অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক পরিকল্পনা এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত ছকে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলেও এ সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়না।
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার এবং রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থিত অবৈধ দোকান/স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম) সভায় জানান যে, লোকবল না থাকার কারণে উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব হচ্ছে না।
সভা অবহিত হয় যে, বিমানবন্দর স্টেশনটিতে সারাবছরই প্রচুর যাত্রী সমাগম হয় এবং ঈদের সময় তা আরও বৃদ্ধি পায়। তাই যাত্রীদের দাড়ানোর পর্যাপ্ত জায়গা দেয়ার জন্য স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;
(খ) অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে; এবং
(গ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়-সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিতে হবে;
(ঘ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কর্মাশিয়াল ম্যানেজার (সিসিএম), পূর্ব/বিভাগীয়</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>দোকানপাটসমূহ স্থানান্তর করা যেতে পারে।
সভাপতি বলেন যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দেয়া এবং স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করা এবং যথাশীঘ্র সেগুলি প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন। তিনি আগামী ঈদের সময় প্লাটফরমের দোকান অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখারও নির্দেশনা দেন।</td><td>ইজারা নবায়ন বন্ধ করতে হবে এবং যথাশীঘ্র সেগুলো প্লাটফরমের বাইরে স্থানান্তর করতে হবে; এবং
(ঙ) আগামী ঈদের সময় প্লাটফরমের দোকান অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখতে হবে।</td><td>বাণিজ্যিক কর্মকতা (ডিসিও), ঢাকা।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা</td><td>সভায় মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সাটিফিকেট মামলার নিম্নোক্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th colspan="2">মার্চ ১৯ মাসের জের</th><th colspan="2">মার্চ ১৯ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">মার্চ ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">মার্চ ১৯ মাস শেষে</th></tr>
<tr><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১০৮</td><td>৫৯২০৮</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৬৫২১</td><td>১০৮</td><td>৪২৬৮৭</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৪৫</td><td>৩৮২১৭</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১০৫</td><td>৪৫</td><td>৩৮১১২</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৫৩</td><td>৯৭৪২৬</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৬৬২৬</td><td>১৫৩</td><td>৮০৮০০</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করার জন্য প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব) ও প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করতে হবে;
(খ) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্ম-সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>টিকেট কালো বাজারী রোধ</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে সিসি ক্যামেরা বিদ্যমান রয়েছে। রেলওয়ে টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের ট্রেনের টিকেট বিক্রি শুরু করা হয়েছে। টিকেট কালোবাজারি রোধে অনলাইন টিকেট বিক্রির কোটা বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। স্টেশনে কর্মরত সকল শ্রেণীর ট্রাফিক কর্মচারীদের টিকেট কালোবাজারি সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিসিএম ও সিওপিএস-দের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও টিকেট কালোবাজারি রোধকল্পে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের চাকুরী ০৩ (তিন) বছর পূর্ণ হলে তাদেরকে বদলীর জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
আলোচনায় অংশ নিয়ে রেলওয়ে পুলিশের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, টিকেট কালোবাজারী বন্ধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ হতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, বিনা টিকেটে কেউ যেন প্লাটর্ফমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য পুলিশ সুপারদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নিদের্শনা প্রদান করা হয়েছে।
চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) সভায় জানান যে, যে সকল স্টেশনে আরএনবি বিভাগের সদস্যরা কর্মরত রয়েছে সে সকল স্টেশনে বিনা টিকেট কেউ যেন প্লাটর্ফমে প্রবেশ করতে না পারে-সে বিষয়ে আরএনবি সদস্যগণ তৎপর রয়েছে। সভাপতি বিনা টিকেটে প্লাটফরমে প্রবেশরোধ এবং টিকেট কালোবাজারীরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখা ও জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে; এবং
(গ) বিনা টিকেটে কেউ যেন প্লাটফরমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক. রেলওয়ে পুলিশ
৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম</td><td>সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) কর্তৃক রেলওয়ে টার্মিনাল, স্টেশন, কলোনী, স্থাপনাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পশ্চিম)-এর অধীনস্থ হাসপাতালসমূহে মার্চ ২০১৯ মাসে হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি হতে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>ভর্তি কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>ভর্তি নির্ভরশীল</th><th>বহি:বিভাগ কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>বহি:বিভাগ নির্ভরশীল</th><th>সর্বমোট চিকিৎসা সেবা</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>৬৯</td><td>৫৪</td><td>৪৫৪১</td><td>৪০৯৩</td><td>৮২৫১</td></tr>
</table>
উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব)-এর অধীনস্থ হাসপাতালসমূহে মার্চ ২০১৯ মাসে হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি হতে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।
আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পশ্চিম), সভায় জানান যে, রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের জন্য computerized registration চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য তিনি মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজন করারও নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম যথা- ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত তথ্যাদি ছক আকারে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন। সভাপতি রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের computerized registration পদ্ধতি প্রচলন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ওপর জোর দেন।</td><td>(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতি এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান সম্পর্কিত তথ্যাদি ছক আকারে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ;
(খ) রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের জন্য computerized registration পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
(গ) কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা আয়োজন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.১৩</td><td>বিবিধ</td><td>সভাপতি বলেন যে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করতে হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে চাকুরিচ্যুত করতে হবে। এছাড়া, প্রতিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা সমন্বয় সভায় রেলওয়ের কর্মকর্তাদেরকে উপস্থিত থেকে সংশ্লিষ্ট জেলায় রেলওয়ের সমস্যাদি তুলে ধরার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন।</td><td>(ক) সুনির্দিষ্ট অভিযোগের জন্য দায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে; এবং
(খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায়' উপস্থিত থেকে রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যাদি তুলে ধরতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০১৩.১৮-

তারিখ: বৈশাখ ১৪২৬
মে ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্রগ্রাম।
৯। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১১। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৪। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৮। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্রগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
১৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২২। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
২৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd